

## শেষ নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)

**জন্ম ও পরিচিতি:** মুহাম্মাদ সাঃ মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশের বানী হাসিম শাখায় ৯ই রবিউল আউয়াল ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম “আব্দুল্লাহ” মাতার নাম “আমিনাহ” দাদার নাম “আব্দুল মুত্তালিব”। তিনি মায়ের পেটে থাকতেই পিতাকে হারান এবং শৈশবকালেই তাঁর মাতা মারা যায়। এরপর প্রথমে আব্দুল মুত্তালিব ও পরে চাচা আবু ত্বালিব এর স্নেহে তিনি লালিত পালিত হন।

**বাল্যকাল:** মহানবী মুহাম্মাদ সাঃ বাল্যকাল থেকেই সৎ ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। লোকেরা তাকে আদর স্নেহ করত, তাকে সকল ক্ষেত্রে বিশ্বাস করত, এ জন্যই সবাই তাকে “আল আমীন” বা বিশ্বাসী বলে ডাকত। তিনি যৌবনে পদার্পণ করে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের চিন্তা করতে লাগলেন। সে লক্ষ্যে কতিপয় জুবককে নিয়ে গঠন করেন “হিলফুল ফুজুল” নামক সংগঠন।

**দাম্পত্য জীবন:** বিবি খাদিজা তৎকালীন সময়ে ছিলেন একজন বড় ব্যবসায়ী। মুহাম্মাদ সাঃ ২৫ বছর বয়সে খাদিজা রাঃ – এর বানিজ্যিক পণ্য নিয়ে সিরিয়া সফর করেন। রাসূল সাঃ বানিজ্যিক সফর থেকে ফিরে আসার পর খাদিজা নিজের সম্পদে এমন আমানত ও বরকত লক্ষ করেন যা অতীতে কখনো দেখতে পাননি।

এছাড়া ক্রীতদাস মায়সারার কাছে রাসূল সাঃ-এর উন্নত চরিত্র, সততা, আমানতদারী ইত্যাদির অনেক প্রশংসা শুনে। এতে তিনি মুহাম্মাদ সাঃ কে জীবন-সঙ্গী হিসেবে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেন। অথচ এর আগে বড় বড় সর্দার এবং নেতৃস্থানীয় লোক বিবি খাদিজা-কে বিবাহের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাব গ্রহণ করেননি। এমন সময় খাদিজা রাঃ তার বান্ধবী নাকিসার মাধ্যমে বিষয়টি রাসূল সাঃ-কে অবগত করলে তিনি চাচা আবু তালিব-এর সাথে পরামর্শ করেন। এরপর যথারীতি উভয়ের মাঝে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

**নবুওয়াত ও দাওয়াত:** মহানবি মুহাম্মাদ সাঃ চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভ করেন। তখন থেকেই তিনি মানুষকে সকল প্রকার শিরক ও মূর্তিপূজা ছেড়ে দিয়ে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে দাওয়াত দেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়। এতদিন যারা তাকে বিশ্বাসী বলে জানত, এখন তাঁদের অনেকে তার বিরোধী হয়ে গেল। তাঁরা তাকে রাসূল হসেবে মিনে নিতে অস্বীকার করল। তারপরও তিনি দাওয়াতের কাজ অব্যাহত রাখলেন। এতে ক্ষিপ্ত হল মক্কার বড় বড় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। তাঁরা তাকে দিনের প্রচার-প্রসারে বাধা প্রদান করতে লাগল।

**হিজরত:** অবশেষে তাঁরা মহানাবী মুহাম্মাদ সাঃ-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করল। একদা রাত্রিবেলায় মক্কার কাফিরেরা তার ঘর ঘিরে ফেলল। আল্লাহর নির্দেশে মহানাবী মুহাম্মাদ সাঃ ওদের চোখে ধূলা দিয়ে আবু বকর রাঃ-কে সাথে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন মদীনার উদ্দেশ্যে এবং ঘরে রেখে গেলেন আলী রাঃ-কে।

**মদীনার জীবন:** মদীনা যাওয়ার পর সেখানে তিনি সকল মানুষকে এক আল্লাহর পথে আহবান জানান। মদীনার বিপুল সংখ্যক মানুষ এ আহবানে সাড়া দেয়, যার ফলে মুহাম্মাদ সাঃ ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার-প্রসারের সুযোগ পান। সেখানে তিনি গড়ে তুলেন মুসলিম ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক, একে অপরের মাঝে ভালো কাজে সহযোগিতার অঙ্গীকার, নির্মাণ করেন আল্লাহর ঘর মাসজিদে নবাবী।

অপরপক্ষে প্রতিহত করেন ইসলাম বিরোধী কাজ-কর্ম, দমন করেন ইসলাম বিদ্রোহী কুরাইশদের ষড়যন্ত্র। ইসলাম প্রচার করতে বাধার সম্মুখীন হয়ে তার নেতৃত্বে সংঘটিত হয় বদর, উহুদসহ অনেক যুদ্ধ। তিনি

মদিনায় ১০ বছর জীবন যাপন করেন। মুসলমানদের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়। অবশেষে আল্লাহ্র সাহায্যে মহানবী সাঃ নিজ জন্মভূমি মক্কা জয় করেন।

**অয়াফাতঃ** সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতানুসারে বিশ্বনাথী মুহাম্মাদ সাঃ ১২ই রবিউল আউয়াল সোমবার চাশতের সালাতের শেষ সময়ে তেষটি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি পৃথিবী হতে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু ইসলাম বিদায় নেয়নি। বরং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। তিনি বলেনঃ আমি তোমাদের জন্য দু'টি জিনিস—কুরআন ও হাদীস রেখে গেলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত এ দুটি আঁকড়ে ধরে থাকবে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না।

**শিক্ষাঃ** হিদায়েতের পথে থাকতে হলে সকল মতাদর্শ ও চিন্তা-চেতনা বর্জন করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহানবী মুহাম্মাদ সাঃ-কে তথা কুরআন ও হাদীস মেনে চলতে হবে।